



BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার



Lecture Content

✓ আন্তর্জাতিক ক্ষমতা সম্পর্ক:-২

✓ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

(বাংলাদেশ-ভারত, বাংলাদেশ-মিয়ানমার, বাংলাদেশ-চীন, বাংলাদেশ-পাকিস্তান, ভারত-পাকিস্তান, বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র, চীন-যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ-জাপান, বাংলাদেশ-রাশিয়া ও ফিলিস্তিন সংকট)

Content



Discussion



শিক্ষক বিসিএস সহ সকল নিয়োগ পরীক্ষায় কী রকম প্রশ্ন আসে তা তুলে ধরে নিচের বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলবেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূলত ব্যাপক অর্থে বিশ্ব রাজনৈতিক সমাজের এককগুলোর মধ্যকার সম্পর্কে অর্থাৎ একটি দেশের সাথে অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সংযোগ এবং আদান-প্রদানকে বুঝায়। এক কথায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে এমন একটি শাস্ত্রকে বুঝায় যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যস্থিত রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, আইনগত ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রকার সম্পর্ক নিয়েই আলোচনা করে।

স্মিথ (Smith), আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বগত আলোচনাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন- গঠনমূলক তত্ত্ব (Constitutive Theory) ও ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব (Explanatory Theory)।

গঠনমূলক তত্ত্ব: সমালোচনামূলক তত্ত্বের লেখকগণ ও উত্তর-আধুনিকতাবাদী লেখকগণ এ তত্ত্ববাদী আলোচনার অনুসারী।

ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব: বাস্তববাদী, বহুত্ববাদী ও নয়া-মার্কসবাদী লেখকগণ এ তত্ত্বের সমর্থক।

১৯৮৮ সালে রবার্ট কোহেন (Robert Keohane) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ে আলোচনার দুটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন- যুক্তিবাদী (Rationalist) ও চিন্তাবাদী (Reflectivist)।

যুক্তিবাদী (Rationalist): নয়া বাস্তববাদী তত্ত্ব ও নয়া উদারবাদী তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা এই চিন্তাধারার অন্তর্গত।

চিন্তাবাদী (Reflectivist): উত্তর-আধুনিক আলোচনা (Post-modern study) ও সামাজিক গঠনমূলক তত্ত্ব (Social Constructivism) এই চিন্তাধারার অংশীদার।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক:

▶ পাকিস্তান যখন ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাংলাদেশে অপারেশন সার্চ লাইট পরিচালনা করে, তখন ভারত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আশ্রয়দাতা রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

▶ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারত বাংলাদেশের কয়েক কোটি লোককে আশ্রয় প্রদান করা এবং একই সাথে বাংলাদেশীদের সামরিক ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করতে দিয়েছিল।

▶ ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর ২য় রাষ্ট্র হিসেবে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছিল।



- ▶ ১৯৭১এর ১৬ই ডিসেম্বর ভারতের কাছে পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পন করলে বাংলাদেশ বিশ্বমানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়।
- ▶ ১৯মার্চ ১৯৭২ বাংলাদেশ-ভারত দুটি দেশ ২৫ বছর মেয়াদি মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তির মেয়াদ ১৯৯৭ সালে শেষ হয়।
- ▶ বাংলাদেশের মোট ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদী আছে। তারমধ্যে ৫৪টি ভারতের সাথে। এরমধ্যে একটি নদী বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়েছে বাকি ৫৩টি নদীই ভারত থেকে বাংলাদেশে এসেছে।
- ▶ ১৯৭২ সালে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। ১৯৯৬ সালে ১২ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ-ভারত ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গানদীর পানি বন্টন চুক্তি করে।
- ▶ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৪১৫৬ কি.মি. সীমারেখা থাকলেও ৬.৫ কি.মি অচিহ্নিত সীমানা ছিল।
- ▶ বাংলাদেশের ভিতরে ভারতের ১১১টি এবং ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল ছিল।
- ▶ ১৬ই মে ১৯৭৪ সালে সীমান্ত চুক্তির মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা হলেও তা দীর্ঘ ৪০ বছরে বাস্তবায়িত হয়নি।
- ▶ ৫ই মে ২০১৫ তে ভারতের পার্লামেন্ট নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ৭৪এর সীমান্ত চুক্তি অনুমোদন করে। ফলে ৪০ বছরের ছিটমহল ও সীমান্ত সমস্যা সমাধান হয় এবং ১ আগস্ট ২০১৫ থেকে তা কার্যকর হয়।
- ▶ ভারত বাঁধ দিয়ে গঙ্গা নদী, তিস্তা, তুইভাই, তুইরংসহ বহনদীর পানি অত্যন্ত নির্মমভাবে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। বর্তমানে ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি প্রত্যাহারেরও পায়তারা করছে।
- ▶ বাংলাদেশ ভারত থেকে অর্থমূল্যে সবচেয়ে বেশি আমদানী করে থাকলেও বাংলাদেশের সাথে ঐতিহাসিক সময় থেকেই ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি সর্বাধিক।

বাংলাদেশ-ভারত মধ্যকার বিদ্যমান সমস্যাসমূহ :

- দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক দুটি দেশেরই বৈদেশিক নীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বাংলাদেশ জন্মের পর থেকে ভারতের সাথে বিদ্যমান যেসব সমস্যা সেগুলো নিম্নে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো:
১. **সীমান্ত সংঘাত:** বাংলাদেশ-ভারত মধ্যকার সীমান্ত সংঘাত একটি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রতি বছর ভারতীয় সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে বহু বাংলাদেশি প্রাণ হারায়। বহু কূটনৈতিক আলোচনার মধ্য দিয়েও উক্ত সমস্যা সমাধান সম্ভবপর হচ্ছে না।
 ২. **অভিন্ন নদ-নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা:** বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার ৫৪টি অভিন্ন নদী রয়েছে। কিন্তু এসব নদীর পানির সৃষ্ট বন্টনে ভারতের চরম অনীহা যার কারণে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
 ৩. **ভারতীয় নাগরিক অনুপ্রবেশ:** বিভিন্ন সময়ে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে বহু ভারতীয় বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। পরবর্তীতে তারা বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে।
 ৪. **সাংস্কৃতিক আত্মসন:** ভারতের পশ্চিমাভিত্তিক সংস্কৃতির প্রভাব বাংলাদেশী সংস্কৃতিকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তাছাড়া ভারতীয় টিভি চ্যানেল বাংলাদেশ অবাধ সম্প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশি টিভি চ্যানেলকে ভারতে সম্প্রচার করতে দেয়া হচ্ছে না।
 ৫. **চোরাচালান:** সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে প্রতিদিন বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বহু মালামাল পাচার করা হয়।
 ৬. **বাণিজ্য ঘাটতি:** দিন দিন বাংলাদেশ-ভারত মধ্যকার বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েই চলছে। দু'দেশের যথেষ্ট প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও উক্ত সমস্যার কোন সুরাহা হচ্ছে না।

৭. **পরস্পরের আস্থাহীনতা:** বিভিন্ন সীমান্ত ইস্যু যেমন- চোরাচালান, আদম পাচার ইত্যাদির ক্ষেত্রে উভয় দেশে একে অন্যের প্রতি আস্থাশীল নয়। এর কারণে এসব বন্ধ করা যাচ্ছে না।
৮. **রাজনৈতিক প্রভাব:** প্রায়ই লক্ষ করা যায় যে, ভারতে রাজনীতি বাংলাদেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করছে। এটি আপাতদৃষ্টিতে দৃষ্টিগোচর না হলেও অন্তর্নিহিতভাবে একটা বড় সমস্যা।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি

চুক্তি স্বাক্ষর	১৯ মার্চ, ১৯৭২
চুক্তি স্বাক্ষরকারী	শেখ মুজিবুর রহমান এবং ইন্দিরা গান্ধী
স্থান	নয়াদিল্লী, ভারত।
উদ্দেশ্য	নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ, সহাবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।
মেয়াদ	১৮ মার্চ ১৯৯৭ পর্যন্ত (২৫ বছর)

গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি

চুক্তি স্বাক্ষর	১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬
স্থান	ভারতের নয়াদিল্লীর হায়দ্রাবাদ হাউস।
স্বাক্ষর করেন	ভারতের পক্ষে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী দেব গোড়াও বাংলাদেশের পক্ষে শেখ হাসিনা।
মেয়াদ	৩০ বছর
উদ্দেশ্য	শুরু মৌসুমে ভারত সর্বোচ্চ ৪০ হাজার কিউসেক পানি নেবে এবং অবশিষ্ট পানি বাংলাদেশ পাবে।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক:

- ▶ ১৯৪৮ সালে মিয়ানমার (বার্মা) নামে স্বাধীন হওয়ার পরেই জেনারেল অং সান প্রথম প্রেসিডেন্ট হয়ে আঞ্চলিক প্রতিবেশী হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তান হিসেবে বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত নিয়ে মতপার্থক্য শুরু করে।
- ▶ ১৯৪২ সালে মিয়ানমারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে আরাকানে প্রায় ১ লক্ষ মুসলমান নিহত হবার খবর শনার পর বাংলাদেশের মানুষ স্বভাবতই মিয়ানমারের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়ে।
- ▶ ১৯৭৮ সালে অপারেশন নাগামানি ড্রাগন নামক জাতিগত উচ্ছেদ অভিযানে মিয়ানমার থেকে ২ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পুশইন করা মিয়ানমার। ফলে আন্তর্জাতিক সংকট শুরু হয়।
- ▶ ১৯৯১ সালে জেনারেল নে উইন প্রায় ২লক্ষ ৫১ হাজার মত রোহিঙ্গা আরাকান থেকে বাংলাদেশে বিতাড়িত করলে আবার সীমান্তে উত্তেজনা দেখা দেয়।
- ▶ বাংলাদেশের সাথে সীমান্তে ৫৬ কি.মি. দীর্ঘ নাফ নদীটি দুটি দেশের অভিন্ন নদী হওয়াতে মাছ ধরাসহ নৌ-পরিবহনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক:

১. **কৌশলগত ও সামরিক দিক :** কৌশলগত দিকের বিবেচনায় চীনের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক বজায় রাখা খুবই জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ভারতের মতো একটি বৈরী প্রতিবেশীর সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে চীনের সাথে সুসম্পর্ক কার্যকর ভূমিকা পালন করতে

পারে। এক্ষেত্রে চীনও বাংলাদেশকে তার বন্ধু হিসেবে পেতে আগ্রহী। কেননা দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতকে মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশের মতো একটি রাষ্ট্র তার খুবই দরকার। সে প্রেক্ষিতে চীনও বাংলাদেশকে তার কৌশলগত সঙ্গী (Strategic Partner) হিসেবে পেতে আগ্রহী। আর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার চীন সফরের সময় চীনের সাথে যে সামরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তা সেদিকেই ইঙ্গিত করে।

২. **অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা :** অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রেও চীন বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে তার প্রমাণ রেখেছে। বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার চীন সফরের সময় বাংলাদেশ চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র নির্মাণের জন্য দেওয়া ২০০০ কোটি টাকার ঋণ সম্পূর্ণ মওকুফ করে দিয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশে রয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চীনা বিনিয়োগ। তবে চীনের সাথে বাংলাদেশের যে বিরাট বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে তা কমিয়ে আনতে হলে বাংলাদেশের নিজস্ব প্রচেষ্টাই বেশি দরকার। সেজন্য চীনের সহযোগিতা ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির পারস্পরিক প্রয়াস চালানোও জরুরি। বিশেষ করে চীন অচিরেই আসিয়ানের সাথে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গঠন করতে যাচ্ছে তার পিছু পিছু ভারত ও জাপানও একই পথে এগুচ্ছে। এমতাবস্থায় দূরপ্রাচ্যে বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী চীনের সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ আসিয়ানের বৃহত্তম ও সমৃদ্ধশালী অর্থনৈতিক এলাকায় তার অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে প্রয়াস চালাতে পারে।

৩. **চীন-বাংলাদেশ সরাসরি বিমান যোগাযোগ:** দীর্ঘ প্রতিষ্কার অবসান ঘটিয়ে ১৮ মে ২০১৫ বাংলাদেশ ও গণচীনের মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচল শুরু হয়। ঢাকা-কুনমিং-বেইজিং সরাসরি ফ্লাইট চালু হওয়ার ফলে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়। ১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিগত উদ্যোগে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় চীনের সঙ্গে সফল কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রতিফলন হিসেবে চালু হয় ঢাকা কুনমিং বেইজিং ফ্লাইট। ঢাকা-বেইজিং সরাসরি বিমান চলাচল শুরু করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও গণচীনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যে আরও জোরদার হবে, সে কথাই নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা আশাবাদী বিশেষ করে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে। কারণ গণচীন বাংলাদেশি পণ্যের জন্য বিশাল বাজারে পরিণত হতে পারে। এমন আশাবাদের কারণ সৃষ্টি করেছে চীনের ঘোষিত নীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব। চীন সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, চীন বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী দেশ হিসেবে দেখতে চায়। চীন একই সাথে একথাও জানিয়েছে যে, দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ চীনের তৃতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। ঘাটতির মধ্যে থাকলেও চীন বাংলাদেশকে রপ্তানি বাড়াতে উৎসাহ যুগিয়ে আসছে। এ উদ্দেশ্যে প্রায় একশ বাংলাদেশি পণ্যকে চীনে স্কলমুক্ত প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে।

সর্বোপরি, চীন বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন অংশীদার। শীতলক্ষ্যা, বুড়িগঙ্গাসহ সারা দেশের চীনের বন্ধুত্বের স্মারক হিসেবে রয়েছে পাঁচ পাঁচটি বৃহৎ সেতু। শুধু তাই নয় দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রেও চীন তার অবদান রেখেছে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের আন্তরিকতায়। সুতরাং দেশের প্রাচ্যমুখী কূটনীতিকে সফলভাবে এগিয়ে নিতে চীনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ককে আরও জোরদার করতে হবে।

চীন-ভারত দ্বন্দ্ব বাংলাদেশের অবস্থান

সম্প্রতি (জুন-২০২০) লাদাখের গালওয়ানে ভারত-চীনের মধ্যকার সংঘাতের পর সেখানকার পরিস্থিতি কিছুটা প্রশমিত হলেও দক্ষিণ এশিয়ার কূটনৈতিক সমীকরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. তারেক শামসুর রেহমান বলেন, যদি কখনও দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ হয়, তাহলে বাংলাদেশের অবস্থান হওয়া উচিত ভারসাম্যমূলক অর্থাৎ বাংলাদেশ কারও পক্ষ নেবে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বার্থ চীনে যেমন আছে, ভারতেও আছে। ফলে বাংলাদেশকে নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে নিজেদের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করতে হবে। একই ধরনের মত দেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেনও। তিনি বলেন, ভারত-চীনের মধ্যে যুদ্ধ হলে বাংলাদেশকে অবশ্যই কোনো পক্ষ নেয়া যাবে না। তিনি বলেন, আমরা চাইব যুদ্ধ না হোক। আর হলেও আমাদের কোনো পক্ষ নেয়া চলবে না। তার মতে, প্রতিবেশী দেশে যুদ্ধ হলে আমরা অবশ্যই ভালো থাকব না। এই দেশ দুটোর সাথেই আমাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক আছে। ফলে যুদ্ধ হলে ক্ষতির সম্মুখীন হবে বাংলাদেশও। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্য, “সকল রাষ্ট্রের প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়”, এই নীতির বাস্তবায়ন ঘটতে হবে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে অধ্যাপক তারেক শামসুর রেহমানের অভিমত, “বিগত দিনের সাফল্য ও ব্যর্থতাকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশকে এখন তাকাতে হবে ২০২১ সালের দিকে। ‘সনাতন’ পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। ‘অর্থনৈতিক কূটনীতিকে’ গুরুত্ব দিতে হবে। দক্ষ কূটনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তি বাড়াতে হবে। একটি ‘বিশেষ রাষ্ট্র’ বা ‘বিশেষ এলাকাকে’ কেন্দ্র করে বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করলে আমরা আমাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে পারবো না। পররাষ্ট্রনীতির মূল কথাই হচ্ছে জাতীয় স্বার্থের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া। জাতীয় স্বার্থের সফল বাস্তবায়ন ছাড়া পররাষ্ট্রনীতিতে সফলতা পাওয়া যায় না। একটি সফল পররাষ্ট্রনীতির জন্য একমতের প্রয়োজন”।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক:

- ▶ ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্তির সময় বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়।
- ▶ বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল ২৪ বছর।
- ▶ ১৯৫২ সালে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জেনোসাইডের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ ভাষা আন্দোলন করে।
- ▶ ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের ত্যাগকে জাতিসংঘ সম্মান প্রদান করে এবং ইউনেস্কো বাংলা ভাষার ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে গ্রহণ করে।
- ▶ ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের পর পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন এ.কে. ফজলুল হক।
- ▶ ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট প্রাদেশিক নির্বাচনে জয়লাভ করে।
- ▶ ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন শেখ মুজিবুর রহমান।
- ▶ পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হয় ১৯৫০ সালে এবং এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করা হয়।
- ▶ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন।
- ▶ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলার প্রদত্ত ঐতিহাসিক ২১ দফার প্রথম দফা কোনটি ছিল? -বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করা।
- ▶ পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিক পরিষদের দ্বারা বিবরণীতে বাংলাভাষা ব্যবহারের দাবি সর্ব প্রথম করেন- ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

- ▶ ১৯৬৯ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি জেলখানাতে বিচারাধীন অবস্থায় থাকাকালীন কাকে হত্যা করা হয়? -সার্জেন্ট জহুরুল হককে।
- ▶ যুক্তফ্রন্টে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ছিল ৪টি, মতান্তরে ৫টি।
- ▶ পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ করাচিতে।
- ▶ যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর।
- ▶ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ০২ এপ্রিল, ১৯৫৪ এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে।
- ▶ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষণা করা হয় ৩০ মে ১৯৫৪।
- ▶ পাকিস্তান গণ পরিষদ বাতিল করা হয় ২৪ অক্টোবর ১৯৫৪।
- ▶ পাকিস্তান প্রথম শাসনতন্ত্র গৃহীত হয় ২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬।
- ▶ পাকিস্তান প্রথম শাসনতন্ত্র কার্যকর হয় ২৩ মার্চ ১৯৫৬।
- ▶ পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান হয় ২৩ মার্চ ১৯৫৬।
- ▶ শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী হন ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬।
- ▶ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন কোথায় হয়? -ঢাকায়।
- ▶ পাকিস্তান প্রথম সামরিক আইন জারী করেন ইস্কান্দার মির্জা, ৮ অক্টোবর, ১৯৫৮।
- ▶ মৌলিক গণতন্ত্রীদেবরা আস্থা ভোটে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০ সালে।
- ▶ পাকিস্তান দ্বিতীয় শাসনতন্ত্রের ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান মার্চ ১৯৬২।
- ▶ ১৯৫৪ সালের পরে কবে প্রাদেশিক নির্বাচন হয়? -৭ মে, ১৯৬২।
- ▶ পাকিস্তান গণ পরিষদে বাংলা ভাষা সংক্রান্ত সংশোধনী প্রস্তাব আনেন গণ পরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
- ▶ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হয় ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সালে করাচিতে শিক্ষা সম্মেলনে।
- ▶ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় ০২ই মার্চ, ১৯৪৮।
- ▶ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নুরুল আমিন।
- ▶ ১৯৫২র ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দিন।

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক :

- ▶ ১৯৪৭ সালে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন স্বাধীনতা আইন অনুসারে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টি করে।
- ▶ ১৯৩৯ সালে পাকিস্তান জাতির জনক কায়দে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ তার বিখ্যাত দ্বি-জাতি তত্ত্ব পেশ করেন।
- ▶ দ্বি-জাতি তত্ত্ব অনুসারে জিন্নাহ হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের কথা বলেন।
- ▶ ১৯৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এর ভিত্তিতে ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান নামক একটি মুসলিম রাষ্ট্র ও ১৫ই আগস্ট ইন্ডিয়া নামক একটি হিন্দু রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।
- ▶ ১৯৪৭ সালে কাশ্মীর প্রশ্নে পাক-ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এযাবৎ রাষ্ট্র দুটি ১৯৪৭, ১৯৬৫, ১৯৭১ তিনটি যুদ্ধ এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে একটি বড় সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে।
- ▶ ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান ও ভারত প্রথম বারের মত তাসখন্দ নামক একটি বড় চুক্তিতে সম্মত হয়।
- ▶ তাসখন্দ চুক্তিতে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট জেনারেল কোসিগিন এর নেতৃত্বে উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান এই চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করার মাধ্যমে দেশ দুটি শান্তির বিষয়ে ঐক্যমত হন।

- ▶ ১৯৭১ এ পাক-ভারত যুদ্ধের পরে ১৯৭২ সালে ভারতের হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলাতে পাক-ভারত ঐতিহাসিক সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর করে।
- ▶ কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে দেশ দুটি কখনই আক্ষরিক অর্থে বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ হতে পারেনি।
- ▶ কাশ্মীরের ৩৭% পাকিস্তানের দখলে। এই অংশের নাম আজাদ কাশ্মীর এবং এর রাজধানী মুজাফফরাবাদ।
- ▶ কাশ্মীরের ৪৩% ভারতের দখলে। অংশের নাম জম্মু ও কাশ্মীর এবং এর রাজধানী শ্রী-নগর।
- ▶ ১৯৭৪ সালে ভারত পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন করেন এবং পাকিস্তান পারমাণবিক বোমার সফল পরীক্ষা চালায় ১৯৯৮ সালে।
- ▶ ভারতের পারমাণবিক বোমার জনক মিসাইল ম্যান আবুল কালাম এবং পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমার জনক আব্দুল কাদির খান।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক :

- ▶ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল এমনকি পাকিস্তানকে সাহায্য করতে ৭ম নৌ-বহরকে নির্দেশ প্রদান করেছিল।
- ▶ ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে উদ্ধার অভিযানে অংশ নিয়েছিল তার নাম অপারেশন সি এ্যাঞ্জেলা।
- ▶ বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯৭৬ সাল থেকে পোশাক রপ্তানিতে কোটা প্রদান করেছিল। কিন্তু ২০০৪ সালে ৩১শে ডিসেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্র কোটা তুলে নেয়।
- ▶ ২০১৩ সালে ২৭ জুলাই রানা প্লাজা ধসসহ ১৬টি শর্ত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নিকট থেকে জিএসপি তুলে নেয়।
- ▶ ২০১৫ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে টিকফা চুক্তি করতে আহ্বান প্রকাশ করেছে এবং টিকফা চুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
- ▶ প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশকে তলাবিহীন বুড়ি নামে আখ্যায়িত করে।
- ▶ ২০০০ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বাংলাদেশ সফর করেছিলেন।
- ▶ কেয়ারার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ ত্রাণ কার্য পরিচালনা করে।
- ▶ বাংলাদেশে রপ্তানী আয়ের প্রায় ৩৩% আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। বাংলাদেশের ফরেন রেমিটেন্সের ও উলেখ্যযোগ্য ক্ষেত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- ▶ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধার মাধ্যমে প্রায় ৫৬ মিলিয়ন ডলার আয় আসত, যার মধ্যে শুধু পোশাক শিল্পেই অবদান ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- ▶ ড. ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাংক প্রসঙ্গ, আইএস বিরোধী জোটে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ না করা, চলমান রাজনৈতিক সহিংসতা, বাংলাদেশের যুক্তরাষ্ট্রের এক মন্ত্রীকে আন্তর্জাতিক রীতি লঙ্ঘন করে কটাক্ষ করা, বিদায়ী রাষ্ট্রদূত সম্পর্কে কু-মন্তব্য করাতে বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক অনেকটাই শীতল হয়ে পড়ে।

যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্ক :

- ▶ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৭ সালে কনটেনইনমেন্ট বা ধারক নীতি প্রকাশ করার পর ১৯৪৯ সালে চীন সমাজতন্ত্রে পরিণত হলে চীন-মার্কিন বিরোধ শুরু হয়।
- ▶ পিংপাং ডিপলোমেসির মাধ্যমে হেনরি কিসিঞ্জার চীন সফর করার মাধ্যমে চীন-মার্কিন কূটনীতি পুনর্স্থাপিত হয়েছিল।

- ▶ চীনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার স্ট্যাটজিক পার্টনার হিসেবে আখ্যায়িত করে, যদিও চীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।
- ▶ জাপানকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক নিরাপত্তা প্রদান করা এবং উ কোরিয়াকে চীনের মৌল সর্মথন প্রদান করার জন্য দেশ দুটির মধ্যে চাপা ফ্লাভ কাজ করছে।
- ▶ ১৯৫০-৫৩ সালে কোরিয়ার যুদ্ধে চীন উ কোরিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করার কারণে দেশ দুটির কূটনৈতিক সম্পর্ক বন্ধ হয়ে পড়ে।
- ▶ ১৯৫৯ সালে তিব্বতে চীনের অগ্রসরের চরম বিরোধিতা করে তাইওয়ানকে যুক্তরাষ্ট্রের মাত্রাতিরিক্ত প্রশয় প্রদানকে চীন চরম ক্ষোভের দৃষ্টিতে দেখে।
- ▶ ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রকে টপকে ১৮৭২ সালের পর প্রথম রাষ্ট্র হিসেবে চীন শীর্ষ অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়।
- ▶ বর্তমানে চীন বিশ্বের শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের শীর্ষ আমদানিকারক দেশ।

চীন-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য যুদ্ধ:

চীনের দীর্ঘদিনের চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র বাণিজ্যের পথে হুমকিস্বরূপ। এজন্য উভয় দেশই ২০১৮ সালে বাণিজ্য যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হয়। চলতি অর্থ বছরের শুরুতে চীনের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপের বিষয়টি খোলাসা করে ট্রাম্প প্রশাসন। এ জন্য ট্রাম্প প্রশাসন গত জুলাই, ২০১৮ সালে প্রথম সপ্তাহে ইস্পাতের উপর ২৫ শতাংশ এবং অ্যালুমিনিয়ামের উপর ১০ শতাংশ সহ ৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলারের ১০০টিরও বেশি পণ্যে গড়ে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিলো। এর জবাবে চীনও যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুকরের মাংস ও অ্যালুমিনিয়ামের উপর ২৫ শতাংশ এবং ফল, ওয়াইনসহ বিভিন্ন পণ্যের ওপর ১৫ শতাংশ সহ ১২৮ পণ্যের উপর ৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্যে শুল্ক আরোপ করলে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধ কার্যত শুরু হয়ে যায়। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদের উপর শুল্ক আরোপ সহ ২৩ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে এক হাজার ৬০০ কোটি ডলারের পণ্যে শুল্ক আরোপ করে। চলমান এ বাণিজ্যযুদ্ধের মধ্যে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ চীনের ওপর তৃতীয় দফায় শুল্কঘাত হানে যুক্তরাষ্ট্র। নতুন করে চীনের আরো ২০০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ৬০০০ পণ্যে শুল্ক আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। এর প্রতিক্রিয়ায় ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ মার্কিন ৬০ বিলিয়ন ডলারের পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করে চীন। ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ থেকে ২০০ বিলিয়ন ডলারের চীনা পণ্যে মার্কিন শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়। তিন দফায় মোট ২৫০ বিলিয়ন ডলারের চীনা পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র। এখানেই শেষ নয়, ট্রাম্প প্রশাসন আরও ২০ হাজার কোটি ডলারের মার্কিন পণ্যে শুল্ক আরোপ করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। এতে বাণিজ্য সংঘাত আরও তীব্র হবে। বেইজিংও থেমে থাকেনা, যথারীতি তারা ঘোষণা দিয়েছে, ৬ হাজার কোটি ডলারের মার্কিন পণ্যে শুল্ক আরোপ করতে যাচ্ছে তারা।

চীন - যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য যুদ্ধের প্রভাব

চীন হয়তো কিছুটা ছাড় দিয়ে স্বল্প মেয়াদে একটি বিশ্ববৃষ্টি বাণিজ্যযুদ্ধ এড়াতে পারবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের গতিপথ কল্পনা করলে দেখা যাবে, এই দুই দেশের মধ্যে ক্রমান্বয়ে কৌশলগত সংঘাত বাড়বে এবং একপর্যায়ে সেটি সর্বাত্মক শীতল যুদ্ধে রূপ নেবে। এমন প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান বিষয় হয়ে উঠবে চীন। উভয় দেশই পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে ঝামেলা মনে করবে এবং সে অবস্থা থেকে

বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে। নিজের বাজারে চীনকে ব্যবসা করতে দেওয়াকে যুক্তরাষ্ট্র আত্মঘাতী কর্মকাণ্ড বলে মনে করবে এবং এটিকে তারা অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক পরাজয় বলে মনে করবে। চীনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হবে। তারাও যুক্তরাষ্ট্রের ওপর প্রযুক্তিগত নির্ভরশীলতাকে তাদের ব্যর্থতা হিসেবে দেখবে।

দুই দেশের মধ্যে এখনও পরমাণু অস্ত্রের কোনো প্রতিযোগিতা শুরু হয়নি, সেটা ঠিক। কিন্তু সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন দুদেশের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে, তবে আশার বিষয় এই যে উভয় দেশই এখন পর্যন্ত শীতল যুদ্ধের মতো কিছুতে জড়াতে চাচ্ছেনা। কোনো প্রক্সিযুদ্ধেও জড়াচ্ছে না। আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কাজ করতে তালেবানকে চীন মদদ দিচ্ছেনা কিংবা চীনে উইঘুর সম্প্রদায়কে আমেরিকা সহায়তা দিচ্ছে না। তবে ট্রাম্প ক্রমগত অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন। চীন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটাই এখন ভয়ের বিষয়। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে ফলাফল যাই আসুক না কেন, তার জন্য এই দুই দেশের এশিয়ার এমনকি গোটা বিশ্বের স্থিতিশীলতাকে নিশ্চিতভাবে চড়া মূল্য দিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপ শুধু যে সেই দেশকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে তা নয়, বরং তা সারা বিশ্বের সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তুলবে ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার বাড়িয়ে দেবে; যার পরিণাম হবে কোম্পানিগুলো তাদের কারখানাসমূহ স্থানান্তর বাধ্য হবে। আর বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হওয়ার অর্থ বেকারত্ব বৃদ্ধি ও অধিক কর আরোপ। আর এ ধরনের ঘটনা ঘটলে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দুই দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ, অনেক বহুজাতিক কোম্পানির যেমন- অ্যাপেল, এই দুই দেশেই বিনিয়োগ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যসামগ্রী সারা বিশ্বে রপ্তানি হয়। আর সেসব দ্রব্যের কাঁচামালের এক বড় উৎস চীন। সুতরাং, দ্রব্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে, যা সারা বিশ্বে আমেরিকান পণ্যের ব্যবহারকারীদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে। একইভাবে চীনের যে সমস্ত উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রের কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল, সেসব ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটবে। তবে, যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেশি চীনা কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল।

অন্যদিকে, চীন যুক্তরাষ্ট্রের কাঁচামালের উপর কম মাত্রায় নির্ভরশীল। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপের ফলে আগামী ৩ বছরে ইউএস জিডিপি ১-১.৫% কমে যেতে পারে এবং চীনের জিডিপি ১.৫-২% কমে যেতে পারে বলে অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন। প্রেসিডেন্ট শি'র Made in China ২০২৫ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন ফ্যাক্টরি ইন্ডাস্ট্রিগুলোই যুক্তরাষ্ট্রের টার্গেট বলে মনে হয়।

এ সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও অটোমেশনের অধিকতর ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী চীনা দ্রব্যাদি আরো সহজলভ্য ও গুণগতমান বৃদ্ধি করার প্রয়াস চালাচ্ছে চীন। চীনের বিরুদ্ধে আমেরিকানদের বড় অভিযোগ প্রযুক্তি চুরি। এভাবেই চীনের অভিযোগ যে, তাদের প্রযুক্তিতে প্রবেশ যুক্তরাষ্ট্র বন্ধ করে দিয়েছে। ইস্পাতের উপর শুল্ক আরোপের পরপর দুই দেশের কর্মকর্তারা কী করে বাজার আরো উন্মুক্ত হলে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি কমে আসবে বলে মনে করা হয়। কিন্তু চীন তার বাজার উন্মুক্ত করতে আপাতত এতটা আগ্রহী নয়। অর্থাৎ মুক্ত বাণিজ্যের পথ পরিহার করে উভয় দেশ যখন বাণিজ্য যুদ্ধ অবতীর্ণ হচ্ছে, তখন সমাধান কঠিন বলেই মনে হয়।

বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক:

- ▶ জাপান জাইকার মাধ্যমে দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সাহায্য প্রদানকারী দেশের ভূমিকাতে অবতীর্ণ।
- ▶ স্বাধীনতার পর থেকে জাপান বাংলাদেশকে প্রায় ১২০০ কোটি ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

- ▶ ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু জাপান সফরের মাধ্যমে দেশদুটির মধ্যে অটুট বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় যা এখন পর্যন্ত পরীক্ষিত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।
- ▶ বিগ-বি প্রকল্পের মাধ্যমে জাপান বাংলাদেশে কক্সবাজারের মাতার বাড়িতে মাতার বাড়ি প্রকল্পের মাধ্যমে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভূমিকা রাখবে।
- ▶ ৬-৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ জাপানের প্রধানমন্ত্রী সিনজো এ্যাবে (মৃত) বাংলাদেশ সফর করে দেশ দুটির মধ্যে ২৫দফা সহযোগিতামূলক ঘোষণা প্রদান করে।
- ▶ জাপানের কারণে বাংলাদেশ (২০১৫-১৬) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ থেকে নমিনেশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
- ▶ বাংলাদেশের ইপিজেডে জাপানের ১৩ কোম্পানি এবং ইপিজেডের বাইরে ৪০টি কোম্পানি সরাসরি বিনিয়োগ করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশ-রাশিয়া সম্পর্ক:

- ▶ বাংলাদেশের পক্ষে রাশিয়া অষ্টম নৌবহর পাঠায়
- ▶ জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষে বিভিন্ন প্রস্তাব তোলে রাশিয়া
- ▶ জাতিসংঘে বাংলাদেশের বিপক্ষে উত্থাপিত যেকোনো প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট প্রদান করে
- ▶ মুক্তিযুদ্ধের সময় রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- কসিগিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন- নিকোলাই পদগোর্নি
- ▶ ১৯৭১ সালে সোভিয়েত রাশিয়া বাংলাদেশের সাথে পরম বন্ধুত্ব প্রদর্শন করে। তারা মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের অন্যতম সমর্থক ছিলেন।
- ▶ পাকিস্তানকে সহায়তার জন্য মার্কিনীরা ৭ম-নৌবহর পাঠালে সোভিয়েত রাশিয়ার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র নৌ-বহর ফেরত নিতে বাধ্য হয়েছিল।
- ▶ রাশিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বঙ্গবন্ধু তার প্রথম বিদেশ সফর রাশিয়াতে করেছিলেন। ১৯৭২ দায়িত্ব গ্রহণের পরেই বঙ্গবন্ধু রাশিয়া সফর করেছিলেন।
- ▶ ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত রাশিয়া বাংলাদেশের যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতির পূর্ণগঠনে ১৩৮.৮৬ মিলিয়ন ডলার অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করেছিলেন।
- ▶ বাংলাদেশকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে রাশিয়া চট্টগ্রামে জিএম প্ল্যান্ট নামে একটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।
- ▶ বাংলাদেশের পাবনার ইশ্বরদীতে পারমাণবিক প্ল্যান্ট স্থাপন করে রাশিয়া বাংলাদেশকে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়তা করছে।
- ▶ ২০১৪ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাশিয়া সফরের মাধ্যমে দুটি দেশের সম্পর্ক পুনরায় মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছে।

ফিলিস্তিন সংকট:

এক নজরে ইসরাইল-ফিলিস্তিনি কার্যক্রম (১৯৪৭-২০২১)

- ⇒ ১৯৪৭ : ২৯ নভেম্বর-জাতিসংঘ কর্তৃক ফিলিস্তিনি এলাকা বিভক্তির সিদ্ধান্ত এবং ব্রিটিশ শাসিত ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে দু'ভাগ করে এর একভাগে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ওপর ভোট গ্রহণ করা হয়েছিল।

- ⇒ ১৯৪৮ : ১৪ মে-'বেলফোর ঘোষণা'র ভিত্তিতে ইসরাইলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পায়। সিরিয়া, মিশর, ফ্রান্স, জর্ডান, লেবানন ও ইরানের সাথে ইসরাইলের যুদ্ধ।
- ⇒ ১৯৫৬ : মিশর সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করলে ইসরাইল কর্তৃক মিশর আক্রমণ।
- ⇒ ১৯৬৪ : আরবলীগের প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে PLO গঠন করা হয় নিষাতিত প্যালেস্টাইনদের মাতৃভূমির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।
- ⇒ ১৯৬৭ : ইসরাইল কর্তৃক মিশর, সিরিয়া, জর্ডান আক্রমণ ও সিনাই, পশ্চিম তীর, গাজা ও সিরিয়ার গোলান উপত্যকা দখল।
- ⇒ ১৯৭৩ : অধিকৃত জমি উদ্ধারের ব্যাপারে মিশর ও সিরিয়ার সাথে ইসরাইলের যুদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে জেনেভা শান্তি আলোচনা শুরু। ইসরাইল, জর্ডান ও মিশরের অংশগ্রহণ। সিরিয়ার বয়কট।
- ⇒ ১৯৭৮ : ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি। সিনাই থেকে ইসরাইলের প্রত্যাহার। মিসরের সাথে ইসরাইলের কূটনৈতিক সম্পর্ক। ৫ বছরের মধ্যে ফিলিস্তিনিদের স্বায়ত্তশাসনের ঘোষণা।
- ⇒ ১৯৮১ : ইসরাইল কর্তৃক ইরাকের পারমাণবিক কেন্দ্রে বোমাবর্ষণ।
- ⇒ ১৯৮২ : লেবাননে ইসরাইলি হামলা ও পিএলও-কে বাধ্য করা লেবানন ছেড়ে দিতে। অধিকৃত এলাকা ও জর্ডান নিয়ে একটি কনফেডারেশন গঠনে রিগ্যানের প্রস্তাব। আরব রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যাখ্যান। ফেজে (মরক্কো) আরব লীগের সম্মেলনে আরব রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক ইসরাইলের স্বীকৃতির প্রস্তাব। শর্ত ইসরাইলকে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিতে হবে। ইসরাইল এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।
- ⇒ ১৯৮৭ : অধিকৃত ইসরাইলি এলাকায় 'ইতিফাদা বা ফিলিস্তিনি গণঅভ্যুত্থান' শুরু।
- ⇒ ১৯৮৮ : ১৫ নভেম্বর-পিএলও'র আলজিয়াস সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা।
- ⇒ ১৯৯১ : মাদ্রিদে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি সম্মেলন শুরু। ইসরাইল, মিশর, জর্ডান, সিরিয়া ও লেবাননের অংশগ্রহণ। আরব রাষ্ট্রগুলো ও ইসরাইলের মধ্যে অনৈক্য। শান্তি প্রচেষ্টায় অনিশ্চয়তা।
- ⇒ ১৯৯২ : রোম, মরক্কো, ওয়াশিংটনে শান্তি আলোচনা অব্যাহত। ইসরাইলে নির্বাচনে লিকুদ পার্টির পরাজয় ও লেবার পার্টির সরকার গঠন। রবিন নতুন প্রধানমন্ত্রী। শান্তি প্রচেষ্টায় অনিশ্চয়তা।
- ⇒ ১৯৯৩ : ওয়াশিংটনে নবম ও দশম রাউন্ড শান্তি আলোচনা শুরু। ১০ সেপ্টেম্বর ইসরাইল ও পিএলও পরস্পরকে স্বীকৃতি। ১৩ সেপ্টেম্বর, ওয়াশিংটনে ইসরাইল ও পিএলও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর।
- ⇒ ১৯৯৪ : ইয়াসির আরাফাত নোবেল পুরস্কার পায়।
- ⇒ ১৯৯৬ : স্বশাসিত ফিলিস্তিন এলাকায় প্রথম নির্বাচন। আরাফাতের প্রেসিডেন্ট পদে বিজয়।
- ⇒ ১৯৯৮ : অক্টোবরে ওয়াশিংটনের অদূরে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ ও ইসরাইলের মধ্যে ওয়াইরিভার (মেরিল্যান্ড) চুক্তি স্বাক্ষর হয় মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে।
- ⇒ ২০০১ : ইসরাইলের সাধারণ নির্বাচনে ডানপন্থি লিকুদ পার্টির বিজয়। এরিয়েল শ্যারন প্রধানমন্ত্রী, সিমন পেরেজ পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত।
- ⇒ ২০০২ : ইসরাইল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্ব। ইসরাইলি নিরাপত্তা বেটনী নির্মাণ শুরু।
- ⇒ ২০০৩ : ২০ মার্চ, ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর ইরাক আক্রমণ। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়া অনিশ্চিত।
- ⇒ ২০০৩ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩০ এপ্রিল ফিলিস্তিন ইসরাইল সংঘাত অবসানের লক্ষ্যে প্রণীত একটি শান্তি পরিকল্পনা 'রোডম্যাপ' আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ

করে। জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, এবং রাশিয়া সমন্বিতভাবে প্রস্তাবিত এ রোডম্যাপের খসড়া প্রস্তুত ও অনুমোদন করে।

- ⇒ ২০০৪ : ২২ মার্চ, ইসরাইলি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় হামাস নেতা শেখ ইয়াসিন নিহত। মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত।
- ⇒ ২০০৪ : ১৭ এপ্রিল, হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা আবদেল আজিজ রানতিসি ইসরাইলি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত।
- ⇒ ২০০৭ : হামাস-ফাতাহ দ্বন্দ্ব। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হানিয়ার পদত্যাগ। নভেম্বরে অ্যানাপোলিসে ওলমার্ট-আব্বাস শীর্ষ সম্মেলন।
- ⇒ ২০০৮ : বুশের ইসরাইল সফর।
- ⇒ ২০১১ : ২৩ সেপ্টেম্বর, Palestine জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৬তম অধিবেশনে ১৯৪তম পূর্ণ সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস এবং যুক্তরাষ্ট্র তাতে (৪৩ বারের মতো) ভোট দেয়।
- ⇒ ২০১২ : ২৯ নভেম্বর, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ফিলিস্তিনকে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
- ⇒ ২০১৩ : ২২ জানুয়ারি, নির্বাচনে ডানপন্থি লিকুদ পাটি এবং বেইতনু পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বেনজামিন নেতানিয়াহু পুনরায় প্রধানমন্ত্রী এবং সিমোন পেরেজ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
- ⇒ ২০১৪ : ০২ জুন, তিন ইহুদি কিশোরকে অপহরণ ও হত্যার মধ্য দিয়ে বিবাদ শুরু হয়। ৮ জুলাই থেকে ইসরাইল গাজা উপত্যকায় Operation Protective Edge নামে সাংকেতিক আত্মরক্ষা শুরু করে এবং এ পর্যন্ত এ হামলায় প্রায় ২১০৬ জন মারা যায়। ইসরাইল এ হামলায় Dense Insert Metal Explosive (DIME) ব্যবহার করে। এ DIME বোমাগুলো আকারে ছোট হলেও এর ধ্বংস ক্ষমতা মারাত্মক।
- ⇒ ২০১৫ : ০১ এপ্রিল, ফিলিস্তিন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC) ১২৩তম সদস্য পদ লাভ করে।
- ⇒ ২০১৫ : ৩০ সেপ্টেম্বর, জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে সর্বপ্রথম ফিলিস্তিনের পতাকা উত্তোলন করা হয়।
- ⇒ ২০১৬ : ৩০ জুন, পর্যন্ত ১৩৬ টি দেশ Palestine কে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- ⇒ ২০১৬ : ২৩ ডিসেম্বর, ইসরাইলি বসতি স্থাপনে নিন্দা জানিয়ে জাতিসংঘের গৃহীত প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্র ভোট দিতে বিরত থাকে।
- ⇒ ২০১৭ : ১৫ ফেব্রুয়ারি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দুই রাষ্ট্র সমাধানের পরিবর্তে এক রাষ্ট্র সমাধানের প্রস্তাব করেন।
- ⇒ ২০১৭ : ৬ এপ্রিল, রাশিয়া পশ্চিম জেরুজালেমকে ইসরাইলের ভবিষ্যৎ রাজধানী এবং পূর্ব জেরুজালেমকে ভবিষ্যৎ প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- ⇒ ২০১৭ : ১ মে, হামাস ইসরাইলের পার্শ্ব (১৯৬৭ পূর্ব সীমানায়) অন্তর্ভুক্ত প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গ্রহণে সম্মতির ঘোষণা দেয়।
- ⇒ ২০১৭ : ৬ ডিসেম্বর, যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দূতাবাস তেলআবিব থেকে জেরুজালেমে সরিয়ে আনার ঘোষণা

দিলেন। তার এই ঘোষণায় জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিলো যুক্তরাষ্ট্র।

- ⇒ ২০১৮ : ১৮ জুলাই, ইসরাইলকে ইহুদি জাতি রাষ্ট্র ঘোষণা করে আইন পাশ হয়। আইন অনুযায়ী ইসরাইলের রাজধানী হয় জেরুজালেম এবং ইসরাইল হয় ইহুদি জাতি রাষ্ট্র।
- ⇒ ২০১৯ : ৪ মার্চ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিনের মার্কিন কনসুলেট বন্ধ করে দেয়।
- ⇒ ২০১৯ : ২৫ মার্চ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত গোলান মালভূমির ওপর ইসরাইলের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেয়।
- ⇒ ২০২০ : ইসরাইলের সাথে বাহরাইনের কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি।

>>>>>> গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- কোন বাংলাদেশীকে BSF হত্যা করে কাটাতারে ঝুলিয়ে রাখলে বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে ⇒ ফেলানী।
- কতসালে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করা হয় ⇒ ১৯৬১ সালে।
- ফারাক্কা বাঁধ কোন নদীর উপর অবস্থিত ⇒ পদ্মা/গঙ্গা।
- ফারাক্কা অভিযুক্ত লংমার্চ করেন ⇒ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।
- ফারাক্কা সমস্যা কত সালে জাতিসংঘে উপস্থিত হয় ⇒ ১৯৭৬ সালে।
- ভারত বাংলাদেশ পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত সালে ⇒ ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর।
- ভারত কোন নদীর মোহনায় টিপাই মুখ বাঁধ নির্মাণ করতে চাচ্ছে ⇒ বরাক নদীতে।
- বাংলাদেশের জন্য ভারতের যে প্রকল্পটি সবচেয়ে ক্ষতিকর হবে ⇒ আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প।
- ভারত বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ⇒ ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশ ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্কের সূচনা ⇒ ১৯৭৫ সালে।
- ট্রাক-২ কূটনীতি হলো ⇒ বিবাদ মিটাতে সুশীল, মিডিয়া, ধর্ম শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবহারকে ট্রাক-২ কূটনীতি বলে।
- ট্রাক-৩ কূটনীতি হলো ⇒ দাতাগোষ্ঠী যেমন IMF, WB, ADB, JICA ইত্যাদির মাধ্যমে বিদ্যমান বিবাদের মীমাংসা।
- মাল্টিট্রাক কূটনীতি ⇒ যখন কূটনীতিতে বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয় ঘটানো হয়।
- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি হলো ⇒ সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয় (Friendship to all and malice to none)।
- বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হয় ⇒ ১২ মার্চ, ১৯৭২।
- ভারতের অবস্থান বাংলাদেশের ⇒ তিন দিকে। যথা: পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব।
- মিয়ানমারের অবস্থান ভারতের ⇒ পূর্বে।
- ছিটমহল হলো ⇒ একদেশের ভূমি অন্যদেশে থাকলে তাকে ছিটমহল বলে।
- মুজিব ইন্দিরা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ⇒ ১৯৭৪ সালে।
- "Bangladesh India Border Wall of Death" মন্তব্যটি করেছেন ⇒ সংবাদ সংস্থা Global Post.



Teacher's Work

১. আন্তর্জাতিক আদালতে মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগ মামলা করে কোন দেশ? [৪১তম বিসিএস]
ক. নাইজেরিয়া খ. গাম্বিয়া
গ. বাংলাদেশ ঘ. আলজেরিয়া উ: খ
২. মিয়ানমার রোহিঙ্গারা তাদের নাগরিকত্ব হারায়? [৩৮তম বিসিএস]
ক. ১৯৬২ সালে খ. ১৯৮৬ সালে
গ. ১৯৭৮ সালে ঘ. ১৯৮২ সালে উ: ঘ
৩. বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সমন্বয়কারী কোন সংস্থা? [৩৪তম বিসিএস/২৫তম বিসিএস]
ক. জিকা খ. ইউ.এন.ডি.পি
গ. বিশ্বব্যাংক ঘ. আই.এম.এফ উ: গ
৪. বর্তমানে বাংলাদেশে বৃহৎ সাহায্য দানকারী দেশ কোনটি? [৩১তম বিসিএস/২১তম বিসিএস]
ক. জাপান খ. জার্মানি
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. যুক্তরাজ্য উ: ক
৫. দহগ্রাম ছিটমহল কোন জেলায় অবস্থিত? [২২তম বিসিএস/১৪তম বিসিএস]
ক. নীলফামারী খ. কুড়িগ্রাম
গ. লালমনিরহাট ঘ. দিনাজপুর উ: গ
৬. ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশে পানি চুক্তি কোথায় স্বাক্ষরিত হয়? [২১তম বিসিএস]
ক. দার্জিলিং খ. কলকাতা
গ. নয়াদিল্লি ঘ. ঢাকা উ: গ
৭. স্বাধীন বাংলাদেশকে কখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দান করে? [১৬তম বিসিএস]
ক. ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ খ. ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
গ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ ঘ. ৪ এপ্রিল, ১৯৭২ উ: ঘ
৮. ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে কত দূরে অবস্থিত? [১৩তম বিসিএস]
ক. ২৪.৭ কিলোমিটার খ. ২১.০ কিলোমিটার
গ. ১৯.৩ কিলোমিটার ঘ. ১৬.৫ কিলোমিটার উ: ঘ
৯. বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম সীমান্ত কোন দুই দেশের মাঝে অবস্থিত?
ক. চীন-মঙ্গোলিয়া খ. ভারত-চীন
গ. যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো ঘ. কানাডা-যুক্তরাষ্ট্র উ: ঘ
১০. কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রে সীমান্ত দৈর্ঘ্য-
ক. ৭৭৭৮ কি.মি খ. ৫৮৮১ কি.মি
গ. ৫৮৮৮ কি.মি ঘ. ৮৮৯১ কি.মি উ: ঘ
১১. যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকোর সাথে সীমান্ত প্রাচীর স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোন সমস্যার জন্য?
ক. বেকারত্ব খ. শরণার্থী
গ. অভিবাসী ঘ. জ্বালানী উ: গ
১২. 'লাইন অব একচুয়াল কন্ট্রোল' ভারত ও চীনকে পৃথক করেছে কোন জায়গায়?
ক. সিয়াচেনে খ. হিমালয়ে
গ. দোকলামে ঘ. কাশ্মীরে উ: ঘ
১৩. যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকোর মধ্যে সীমান্তের নাম-
ক. গ্রিন জোন খ. ব্লু জোন
গ. ব্রো জোন ঘ. রেড জোন উ: গ
১৪. বাংলাদেশ মিয়ানমারের বিরুদ্ধে সমুদ্রসীমা মামলাটি করে কোনটির ভিত্তিতে?
ক. মহীসোপানের ফয়সালা খ. শ্রোত ধারা
গ. সমদূরত্ব ঘ. ন্যায্যতা উ: ঘ
১৫. মুক্ত সমুদ্রে যেকোন দেশ কতটি অধিকার লাভ করে?
ক. ০৪টি খ. ০৫টি
গ. ০৬টি ঘ. ০৩টি উ: গ
১৬. বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার শুরু হয় কত তারিখে?
ক. ৭ মার্চ, ১৯৭২ খ. ১০ মার্চ, ১৯৭২
গ. ১২ মার্চ, ১৯৭২ ঘ. ১৭ মার্চ, ১৯৭২ উ: গ
১৭. ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে কবে?
ক. ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
গ. ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ ঘ. ২৬ মার্চ, ১৯৭১ উ: ক
১৮. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে কোন পাকিস্তানী জেনারেল ঢাকা রেসকোর্সে মিত্র বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন?
ক. জেনারেল ইয়াহিয়া খান খ. জেনারেল নিয়াজী
গ. জেনারেল আব্দুল হামিদ ঘ. জেনারেল টিক্কা খান উ: খ
১৯. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক কে ছিলেন?
ক. আতাউল গণি ওসমানী খ. স্যাম মানেকশ
গ. জগজিৎ সিং অরোরা ঘ. জ্যাকব উ: গ
২০. আত্মসমর্পণের পর পাক সেনাদের নিরাপত্তার জন্য ভারতে যুদ্ধবন্দি হিসেবে নেয়া হয়। ১৯৭২ সালের ২ জুলাই মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ও জুলফিকার আলী ভুট্টো কোন চুক্তির মাধ্যমে বন্দি পাকিস্তানি সেনাদের পাকিস্তানে ফেরৎ পাঠানো হয়?
ক. তাসখন্দ চুক্তি খ. লাহোর চুক্তি
গ. সিমলা চুক্তি ঘ. লন্ডন চুক্তি উ: গ
২১. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ কোনটি?
ক. যুক্তরাজ্য খ. পূর্ব জার্মানি
গ. স্পেন ঘ. গ্রিস উ: খ
২২. বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ কোনটি?
ক. সুদান খ. সেনেগাল
গ. মিশর ঘ. ঘানা উ: খ
২৩. ফ্রান্স বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় কবে?
ক. ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ খ. ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
গ. ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ ঘ. ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ উ: ঘ
২৪. ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে দুই লক্ষাধিক ভারতীয় সেনা (মিত্র বাহিনী) আমাদের মুক্তি বাহিনীর সাথে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। উক্ত ভারতীয় সেনা কতদিন বাংলাদেশের অবস্থান করেছিল?
ক. প্রায় এক বছর খ. প্রায় নয় মাস
গ. প্রায় ছয় মাস ঘ. প্রায় তিন মাস উ: ঘ
২৫. বাংলাদেশ সফরকারী প্রথম বিদেশী সরকার প্রধান কে?
ক. জুলফিকার আলী ভুট্টো খ. লুনা দ্যা সিলভা
গ. ইন্দিরা গান্ধী ঘ. মার্শাল ফুকো উ: গ
২৬. ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি হয় কত তারিখে?
ক. ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ খ. ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ
গ. ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঘ. ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর উ: খ



২৭. ভারত-বাংলাদেশের সহযোগিতা, বন্ধুত্ব ও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
ক. ১৯৭২ সাল খ. ১৯৭৪ সাল
গ. ১৯৮০ সাল ঘ. উপরিউক্ত কোনো সালে নয় উ: ক
২৮. বাংলাদেশের কোন নদীর উজানে ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করেছে?
ক. যমুনা খ. মেঘনা
গ. গঙ্গা ঘ. পদ্মা উ: ঘ
২৯. ফারাক্কা বাঁধ তৈরি করা হয়েছে কোন নদীর উপরে?
ক. মেঘনা খ. পদ্মা
গ. যমুনা ঘ. গঙ্গা উ: ঘ
৩০. 'ফারাক্কা বাঁধ' পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছিল কোন সালে?
ক. ১৯৭৪ খ. ১৯৭৫
গ. ১৯৭৬ ঘ. ১৯৮০ উ: খ
৩১. এখন পর্যন্ত ফারাক্কার ওপর কয়টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫ উ: খ
৩২. গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি প্রথম কোন সনে স্বাক্ষরিত হয়?
ক. ১৯৭৬ খ. ১৯৭৭
গ. ১৯৭৮ ঘ. ১৯৮০ উ: খ
৩৩. ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশে পানি চুক্তি কোথায় স্বাক্ষরিত হয়?
ক. দার্জিলিং খ. কলকাতা
গ. নয়াদিল্লি ঘ. ঢাকা উ: গ
৩৪. When was the water treaty signed between Bangladesh and India?
ক. 26 March, 1944 খ. 12 December, 1996
গ. 17 March, 1995 ঘ. 16 December, 1997 উ: খ
৩৫. কোন তারিখে ভারত-বাংলাদেশ পানি চুক্তি কার্যকর হয়?
ক. ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ খ. ২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৬
গ. ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৬ ঘ. ১ জানুয়ারি, ১৯৯৭ উ: ঘ
৩৬. ভারত-বাংলাদেশ (গঙ্গা নদীর) পানি চুক্তির মেয়াদ-
ক. ২০ বছর খ. ২৫ বছর
গ. ৩০ বছর ঘ. ৩৫ বছর উ: গ
৩৭. ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে?
ক. গ্রিন হাউজ প্রভাব খ. জমির উর্বরতা বৃদ্ধি
গ. অতিবৃষ্টি ঘ. বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি উ: ঘ
৩৮. বাংলাদেশের ভিতরে ভারতের কয়টি ছিটমহল ছিল?
ক. ৫৫টি খ. ১১০টি
গ. ১৪৪টি ঘ. ১১টি উ: ঘ
৩৯. ভারতের কতটি 'ছিটমহল' বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে?
ক. ১৬২টি খ. ১১১টি
গ. ৫১টি ঘ. ১০১টি উ: খ

৪০. ভারতের ছিটগুলো বাংলাদেশের কোন কোন জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল?
ক. পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, জয়পুরহাট
খ. পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, নীলফামারী
গ. পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী
ঘ. পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, জয়পুরহাট উ: গ
৪১. বাংলাদেশের ছিটমহলগুলো ভারতের কোন জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল?
ক. জলপাইগুড়ি খ. কুচবিহার
গ. শিলিগুড়ি ঘ. দক্ষিণ দিনাজপুর উ: ক, খ
৪২. 'দহগ্রাম' কোন উপজেলায় অবস্থিত?
ক. আদিতমারী খ. কালীগঞ্জ
গ. হাতিবান্দা ঘ. পাটগ্রাম উ: ঘ
৪৩. তিন বিঘা করিডোর কোন জেলায়?
ক. রংপুর খ. নীলফামারী
গ. কুড়িগ্রাম ঘ. লালমনিরহাট উ: ঘ
৪৪. তিন বিঘা করিডোর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. তিস্তা খ. করতোয়া
গ. আত্রাই ঘ. ধরলা উ: ক
৪৫. বেরুবাড়ি ছিটমহল বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. কুড়িগ্রাম খ. পঞ্চগড়
গ. নীলফামারী ঘ. লালমনিরহাট উ: খ
৪৬. বিলুপ্ত ছিটমহল 'দাশিয়ার ছড়া' কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. পঞ্চগড় খ. কুড়িগ্রাম
গ. নীলফামারী ঘ. লালমনিরহাট উ: খ
৪৭. দাশিয়ার ছড়া ছিটমহলের বর্তমানে অবস্থান-
ক. ফুলপুর ইউনিয়নে খ. ফুলবাড়ী উপজেলায়
গ. ফুলগাজি উপজেলায় ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ
৪৮. পাদুয়া স্থানটি বাংলাদেশের কোন জেলার সীমান্তে অবস্থিত?
ক. কুড়িগ্রাম খ. সিলেট
গ. মৌলভীবাজার ঘ. রংপুর উ: খ
৪৯. কোন জেলা রৌমারি ও বড়াইবাড়ি সীমান্তে অবস্থিত?
ক. নীলফামারী খ. কুড়িগ্রাম
গ. দিনাজপুর ঘ. বগুড়া উ: খ
৫০. ঢাকা-কোলকাতা সরাসরি যাতায়াতকারী ট্রেনটি নাম কী?
ক. সৌহার্দ্য এক্সপ্রেস খ. মৈত্রী এক্সপ্রেস
গ. সমঝোতা এক্সপ্রেস ঘ. সম্প্রীতি এক্সপ্রেস উ: খ
৫১. সম্প্রতি খুলনা-নেপাল-ভূটান সড়ক যোগাযোগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে-
ক. মৈত্রী খ. সৌহার্দ্য
গ. বন্ধন ঘ. মৈত্রী-বন্ধন উ: গ
৫২. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত হাট চালু হয় কবে?
ক. ২৩ জুলাই, ২০১১ খ. ২৩ জুলাই, ২০১২
গ. ২৪ জুলাই, ২০১২ ঘ. ২৪ জুলাই, ২০১১ উ: ক



Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

১. উপকূলীয় দেশের সংলগ্ন সীমা কত?

ক. ৪৮ নটিক্যাল মাইল	খ. ১২ নটিক্যাল মাইল	
গ. ২৪ নটিক্যাল মাইল	ঘ. ৩৬ নটিক্যাল মাইল	উ: গ
২. মহীসোপান কনভেনশনটি কত সালে হয়?

ক. ১৯৫৯	খ. ১৯৫৮	
গ. ১৯৮২	ঘ. ১৯৭৭	উ: খ
৩. মহীসোপান কত নটিক্যাল মাইলের কম হবে না?

ক. ৩৫৪	খ. ২৫০	
গ. ২০০	ঘ. ৩৫০	উ: গ
৪. আঞ্চলিক বা রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা কত?

ক. নির্দিষ্ট নয়	খ. ১২ নটিক্যাল মাইল	
গ. ২৪ নটিক্যাল মাইল	ঘ. ২০০ নটিক্যাল মাইল	উ: খ
৫. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সমুদ্রে বিরোধপূর্ণ অঞ্চল ছিল-

ক. ৪৫,৪৬৪ বর্গ কি.মি	খ. ৭০,১২৪ বর্গ কি.মি	
গ. ১৯,৪৬৭ বর্গ কি.মি	ঘ. ২৪,৬০২ বর্গ কি.মি	উ: গ
৬. বাংলাদেশ ও ভারতের সমুদ্রসীমা মামলা রায়ে কোনটিকে ভিত্তি করা হয়?

ক. ১৯৭২ সালের মৈত্রী চুক্তি	খ. ১৯৭৪ সালের সমুদ্র আইন	
গ. ১৯৮০ সালের মানচিত্র	ঘ. র‍্যাডক্লিফ রেখা	উ: ঘ
৭. ভারতের বিরুদ্ধে রায়ে বাংলাদেশ মহীসোপানের অধিকার লাভ করে কত?

ক. ৬০০ নটিক্যাল মাইল	খ. ৪৪৫ নটিক্যাল মাইল	
গ. ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল	ঘ. ২৫০ নটিক্যাল মাইল	উ: গ
৮. বাংলাদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠী নয়-

ক. গারো	খ. মনিপুরি	
গ. রোহিঙ্গা	ঘ. সাঁওতাল	উ: গ
৯. রোহিঙ্গা কারা?

ক. মিয়ানমারের একটি জাতিগোষ্ঠী	
খ. পূর্ব মিয়ানমারে বসবাসকারী জনগণ	
গ. থাইল্যান্ডের একটি জাতিগোষ্ঠী	
ঘ. কোনোটিই নয়	উ: ক
১০. রোহিঙ্গাদের প্রকৃত বাসস্থান-

ক. মিয়ানমারের আরাকান	খ. মিয়ানমারের রাখাইন	
গ. ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর	ঘ. মিয়ানমারের রেঙ্গুন	উ: খ
১১. রাখাইন প্রদেশের পূর্ব নাম ছিল-

ক. আরাকান	খ. চন্দ্রদ্বীপ	
গ. মগধরাজ্য	ঘ. ইয়াঙ্গুন	উ: ক
১২. রোহিঙ্গাদের আদি বাসভূমির নাম কোনটি?

ক. থাইল্যান্ড	খ. আরাকান	
গ. ত্রিপুরা	ঘ. আফগানিস্তান	উ: খ
১৩. রোহিঙ্গা শরণার্থীগণ মিয়ানমারের কোন অঞ্চলের অধিবাসী?

ক. কোচিন	খ. শান	
গ. নর্থ রাখাইন স্টেট	ঘ. রেঙ্গুন	উ: গ
১৪. কবে প্রথম মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আগমন ঘটে?

ক. ১৯৭৮	খ. ১৯৮৮	
গ. ১৯৯১	ঘ. ২০১৭	উ: ক
১৫. মিয়ানমারে রোহিঙ্গারা তাদের নাগরিকত্ব হারায়-

ক. জাপান	খ. নেপাল	
গ. মিয়ানমার	ঘ. চীন	উ: গ
১৬. 'বিজিপি' কোন দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী?

ক. জাপান	খ. নেপাল	
গ. মিয়ানমার	ঘ. চীন	উ: গ
১৭. মিয়ানমার কর্তৃক গঠিত রোহিঙ্গা সংক্রান্ত কমিশনের নাম কী?

ক. নাথান কমিশন	খ. চিলকট কমিশন	
গ. আনান কমিশন	ঘ. কোনোটিই নয়	উ: গ
১৮. মিয়ানমারে ২০১৬ সালে গঠিত 'দি অ্যাডভাইজারি কমিশন অন রাখাইন স্টেট'- এর প্রধান ছিলেন-

ক. বিল ক্লিনটন	খ. ব্লাটুস ঘালি	
গ. কফি আনান	ঘ. বান কি মুন	উ: গ
১৯. রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে গঠিত আনান কমিশনের সদস্য কত?

ক. ৭ জন	খ. ৯ জন	
গ. ৮ জন	ঘ. ১০ জন	উ: খ
২০. বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ হলো-

ক. পোল্যান্ড	খ. বুলগেরিয়া	
গ. পূর্ব জার্মানি	ঘ. সোভিয়েত ইউনিয়ন	উ: গ
২১. Soviet Union recognized Bangladesh in-

ক. ১৯৭১	খ. ১৯৭২	
গ. ১৯৭৩	ঘ. ১৯৭৪	উ: খ
২২. রাশিয়া কত সালে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে?

ক. ১৯৭২	খ. ১৯৭৩	
গ. ১৯৭৪	ঘ. ১৯৭৬	উ: ক
২৩. কোন মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়?

ক. সৌদি আরব	খ. কুয়েত	
গ. ইরাক	ঘ. কোনোটিই নয়	উ: ঘ
২৪. বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম অনারব মুসলিম দেশ কোনটি?

ক. ইন্দোনেশিয়া	খ. মালয়েশিয়া	
গ. মালদ্বীপ	ঘ. পাকিস্তান	উ: খ
২৫. মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশ প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?

ক. মিশর	খ. জর্ডান	
গ. ইরাক	ঘ. কুয়েত	উ: গ
২৬. কোন আরব দেশ সর্ব প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে?

ক. ইরাক	খ. মিশর	
গ. কুয়েত	ঘ. জর্ডান	উ: ক
২৭. Palestine সমস্যার ব্যাপারে বাংলাদেশের নীতি-

ক. নিরপেক্ষ	খ. Palestine-দের পক্ষে	
গ. মিশরীয় নীতিবাদের পক্ষে	ঘ. উপরিউক্ত কোনোটিই নয়	উ: খ
২৮. With which country does Bangladesh have no economic and diplomatic relations?

ক. Israel	খ. Mongolia	
গ. Iraq	ঘ. Afghanistan	উ: ক

২৯. যে দেশের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই-

- ক. নামিবিয়া খ. আর্জেন্টিনা
গ. ইসরায়েল ঘ. তিউনিসিয়া উ: গ

৩০. কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের কোন বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই?

- ক. চায়না খ. ইন্ডিয়া
গ. পাকিস্তান ঘ. ইসরায়েল উ: ঘ

৩১. বিশ্বের কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের ডাক যোগাযোগ নেই?

- ক. মালাগাছি খ. পূর্ব তিমুর
গ. ইসরায়েল ঘ. লেবানন উ: গ

৩২. বিশ্বের কোন রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ নেই?

- ক. ইসরায়েল খ. তাইওয়ান
গ. আফগানিস্তান ঘ. জর্ডান উ: ক

৩৩. বাংলাদেশের কোন রাষ্ট্রপতি ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন?

- ক. প্রেসিডেন্ট মরহুম শহীদ জিয়াউর রহমান
খ. প্রেসিডেন্ট মরহুম বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
গ. প্রেসিডেন্ট মরহুম বিচারপতি আবদুস সাত্তার
ঘ. প্রেসিডেন্ট মরহুম মোহাম্মদ উল্লাহ উ: ক



Self Study

১. কনসার্ট ফর বাংলাদেশ- ১৯৭১ এর প্রধান শিল্পী কে?

- ক. জর্জ হ্যারিসন খ. রুনা লায়লা
গ. মার্ক আর্ছনি ঘ. বাপ্পি লাহিরি

২. জর্জ হ্যারিসন কোন দেশের নাগরিক?

- ক. জার্মানি খ. যুক্তরাষ্ট্র
গ. ব্রিটেন ঘ. ফ্রান্স

৩. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্য কনসার্ট-খ্যাত জর্জ হ্যারিসন কোন বাদক দলের সদস্য?

- ক. পিঙ্ক ফ্লয়েড খ. ডি পারপল
গ. বি-গিস ঘ. দ্যা বিটলস

৪. 'সেন্টেম্বর অন যশোর রোড'- কবিতাটির রচয়িতা কে?

- ক. কার্লোস উইলিয়াম খ. রবার্ট ফ্রস্ট
গ. অ্যালেন গিন্সবার্গ ঘ. ওয়াস্ট হুইটম্যান

৫. আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কে ছিলেন?

- ক. আলেক্সি কোসিগিন খ. আন্দ্রেই গ্লোমিকো
গ. নিকলাই পদর্গনি ঘ. লিওনিদ ব্রেজনেভ

৬. আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে রাশিয়ার দেয়া ভেটো প্রদানে কোন দেশ সমর্থন করেছিল?

- ক. ইংল্যান্ড খ. জার্মানি
গ. পোল্যান্ড ঘ. ফ্রান্স

৭. অ্যালেন গিন্সবার্গ কোন দেশের কবি ছিলেন-

- ক. যুক্তরাজ্য খ. অস্ট্রেলিয়া
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. রাশিয়া

৮. মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কে ছিলেন?

- ক. আর্চার কে ব্লাড খ. মি. উইলসন
গ. জোসেফ ফারল্যান্ড ঘ. মার্ক আর্ছনি

৯. জাতিসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়নের দেয়া 'পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের সহিংসতা বন্ধের প্রস্তাবের' বিপক্ষে চীনের দেয়া ভেটোটি ১৯৪৯ সালের পর চীনের কততম ভেটো?

- ক. ভেটো প্রদান করেনি খ. তৃতীয়
গ. প্রথম ঘ. দ্বিতীয়

১০. স্বাধীন বাংলাদেশকে কখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দান করে?

- ক. ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ খ. ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
গ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ ঘ. ৪ এপ্রিল, ১৯৭২

১১. Which of the following US presidents visited Dhaka?

- ক. Jimmy Carter খ. Bill Clinton
গ. GW Bush ঘ. Richard Nixon

১২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন কোন তারিখে বাংলাদেশ সফরে আসেন?

- ক. ১ লা মার্চ ২০০০ খ. ২০ মার্চ ২০০০
গ. ১ লা জানুয়ারি ২০০১ ঘ. ১৭ এপ্রিল ২০০১

১৩. বাংলাদেশ কত সালে 'হানা' (হিউম্যানিটারিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্স নিডস অ্যাসেসমেন্ট) চুক্তি স্বাক্ষর করে?

- ক. রোনাল্ড রিগ্যান খ. জর্জ বুশ (জুনিয়র)
গ. জিমি কার্টার ঘ. বিল ক্লিনটন

১৪. বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছে তার নাম?

- ক. NAFTA খ. SAPTA
গ. GATT ঘ. TICFA

১৫. বহুল আলোচিত 'টিকফা' চুক্তির বিষয়-

- ক. বাণিজ্য ও বিনিয়োগ খ. অস্ত্র ও বিনিয়োগ
গ. যৌথ সামরিক মহড়া ও বাণিজ্য
ঘ. সম্ভ্রাস দমন ও আর্থিক সাহায্য

১৬. জনাব এফ. আর. খান (ফজলুর রহমান খান) ছিলেন বাংলাদেশের গৌরব। তিনি কি ছিলেন?

- ক. আণবিক বিজ্ঞানী খ. স্থাপতি
গ. কম্পিউটার বিজ্ঞানী ঘ. ক্যান্সার চিকিৎসা

১৭. পৃথিবীর বিখ্যাত একজন বাঙ্গালী স্থপতি?

- ক. মুবাসসার আলী খ. এফ. আর. খান
গ. মাযহারুল ইসলাম ঘ. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

১৮. আমেরিকার শিকাগো অবস্থিত সিয়াস টাওয়ারের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার কে ছিলেন?

- ক. সান্টিয়াগো ক্যালট্রাডা খ. রমেশ চন্দ্র
গ. ফজলুর রহমান খান ঘ. গুস্তাফে আইফেল

১৯. জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদানকারী রাষ্ট্র-

- ক. ফ্রান্স খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
গ. চীন ঘ. ব্রিটেন

২০. গণচীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?

- ক. ১৯৭৪ সালে খ. ১৯৭৫ সালে
গ. ১৯৭৬ সালে ঘ. ১৯৭৭ সালে

২১. বাংলাদেশের কোন সরকার প্রধান প্রথম চীনে রাষ্ট্রীয় সফরে যান?

- ক. প্রেসিডেন্ট এইচ. এম. এরশাদ
খ. প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান
গ. প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান
ঘ. প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া

২২. কোন দেশটির সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই?

- ক. ইসরায়েল খ. তাইওয়ান
গ. দক্ষিণ আফ্রিকা ঘ. হাইতি

২৩. বাংলাদেশে কোন দেশের দূতাবাস নেই?

- ক. স্পেন খ. তাইওয়ান
গ. কাতার ঘ. নেপাল

২৪. চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু-১ নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য?

- ক. ঢাকা শহরকে নদীর ওপারে বিস্তৃত করা
খ. বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে সুসম্পর্কের স্থায়ী বন্ধন সৃষ্টি করা
গ. ঢাকা-আরিচা রোডে যানবাহন চলাচলের চাপ কমানো
ঘ. দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের সাথে ঢাকার পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করা

২৫. কোন বাঙালি নেতার নামের আগে নেতাজী বলা হয়?

- ক. চিত্রাঞ্জন দাস খ. এ. কে ফজলুল হক
গ. মণি সিংহ ঘ. সুভাষচন্দ্র বসু

২৬. ‘আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব’। কে বলেছিলেন?

- ক. সুভাষচন্দ্র বসু খ. মহাত্মা গান্ধী
গ. ইন্দিরা গান্ধী ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার সাথে মিল আছে কোন দেশের পতাকার?

- ক. ভারত খ. মিশর
গ. জাপান ঘ. থাইল্যান্ড

২৮. বাংলাদেশের বার্ষিক বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণকারী সংস্থা হচ্ছে?

- ক. বিশ্বব্যাংক
খ. এইড-টু-প্যারিস কনসারটিয়াম বাংলাদেশ
গ. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক
ঘ. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম

২৯. বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সমন্বয়কারী কোন সংস্থা?

- ক. জিকা খ. ইউ.এন.ডি.পি
গ. বিশ্বব্যাংক ঘ. আই.এম.এফ

৩০. বর্তমানে বাংলাদেশে বৃহৎ সাহায্য দানকারী দেশ কোনটি?

- ক. জাপান খ. জার্মানি
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. যুক্তরাজ্য

৩১. বাংলাদেশে “The Bay of Bengal Industrial Growth Belt (BIG-B)” সহযোগিতার উদ্যোক্তা দেশ কোনটি?

- ক. চীন খ. ভারত গ. জাপান ঘ. আমেরিকা

৩২. জাপানের বৈদেশিক সাহায্য সংস্থার নাম কী?

- ক. জাইকা খ. ডিএফআইডি
গ. ডানিডা ঘ. ওসিডি

৩৩. জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থার নাম?

- ক. জাইকা খ. জেটরো
গ. ডায়েট ঘ. ওসিডি

৩৪. বাংলাদেশ কমনওয়েলথ সদস্যপদ লাভ করে?

- ক. ১৮ এপ্রিল, ১৯৭২ খ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
গ. ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ ঘ. ২৫ মার্চ, ১৯৮২

৩৫. আমি হিমালয় দেখিনি, আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি। উক্তিটি কার?

- ক. ইয়াসির আরাফাত খ. ফিদেল কাস্ত্রো
গ. জেমস এলেন ঘ. ডেনিসন প্রেনটিস

৩৬. বাংলাদেশ কত সালে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC)-এর সদস্যপদ লাভ করে?

- ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৫ সালে

৩৭. OIC-এর কততম সম্মেলনে বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে?

- ক. ২য় শীর্ষ সম্মেলন খ. ৫ম শীর্ষ সম্মেলন
গ. ৪র্থ শীর্ষ সম্মেলন ঘ. ৭ম শীর্ষ সম্মেলন

৩৮. ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংককে (IDB) দেয়া বাংলাদেশের চাঁদার হার কত?

- ক. ২৫.০ মিলিয়ন ইসলামিক দিনার
খ. ১৫.৫ মিলিয়ন ইসলামি দিনার
গ. ১০.০ মিলিয়ন ইসলামি দিনার
ঘ. কোন চাঁদা দিতে হয় না

৩৯. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য?

- ক. ১৩৬তম খ. ১৩৭তম
গ. ১৩৮তম ঘ. ১৩৯তম

৪০. জাতিসংঘে সর্বপ্রথম কোন রাষ্ট্রনায়ক বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন?

- ক. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গ. জনাব হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ ঘ. বেগম খালেদা জিয়া

উত্তরমালা

১	ক	২	গ	৩	ঘ	৪	গ	৫	খ	৬	গ	৭	গ	৮	গ	৯	গ	১০	ঘ
১১	খ	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	ক	১৬	খ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	গ	২০	খ
২১	গ	২২	খ	২৩	খ	২৪	ঘ	২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	ক
৩১	গ	৩২	ক	৩৩	খ	৩৪	ক	৩৫	খ	৩৬	গ	৩৭	ক	৩৮	গ	৩৯	ক	৪০	খ

Class



Exam

১. ১৯৭১ জর্জ হ্যারিসন কার আহ্বানে বাংলাদেশ কনসার্টে যোগ দেন?
ক. পিটার সোরি খ. ডিপি ধর
গ. রবি শংকর ঘ. বাপ্পি লাহিরি
২. রবি শংকর একজন বিখ্যাত?
ক. সেতার বাদক খ. গায়ক
গ. বেহালা বাদক ঘ. স্বরোদবাদক
৩. ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছিলেন?
ক. জ্যোতি বসু খ. সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়
গ. অজয় মুখোপাধ্যায় ঘ. প্রফুল্লচন্দ্র সেন
৪. মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের মার্কিন রাষ্ট্রদূত কে ছিলেন?
ক. আর্চার কে ব্লাড খ. মি. উইলসন
গ. জোসেফ ফারল্যান্ড ঘ. মার্ক আহুনি
৫. 'যৌথকমান্ড' গঠন করা হয় কত তারিখে?
ক. ১৫ আগস্ট, ১৯৭১
খ. ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
গ. ২১ নভেম্বর, ১৯৭১
ঘ. ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

৬. মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের সেনাবাহিনীর প্রধান কে ছিল?
ক. জেনারেল শ্যাম জামসেদজি মানকেশ
খ. লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা
গ. জেনারেল ওসমানী
ঘ. লে. জেনারেল নিয়াজী
৭. যৌথ বাহিনী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ শুরু করে?
ক. ২ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ. ২১ নভেম্বর, ১৯৭১
গ. ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঘ. ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১
৮. ইন্দিরা গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত পত্রে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির আহ্বান জানানো হয় কবে?
ক. ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ. ১ ডিসেম্বর, ১৯৭১
গ. ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঘ. ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১
৯. ভারত কত তারিখে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে?
ক. ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ. ১ ডিসেম্বর, ১৯৭১
গ. ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঘ. ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১
১০. যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব করে কত বার?
ক. ৪ বার খ. ১ বার
গ. ২ বার ঘ. ৩ বার

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি **iddabari** কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।

বইটি এখন সারা বাংলাদেশের অভিজাত লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

অনলাইনে বইটি পেতে কল করুন:
01963929213
(WhatsApp)